আবরণ

ঝমঝমিয়ে রাতের গাড়ি নাড়ায় শহরতলি
মধ্যপথে অবহেলায় থাকে কথাকলি

রক্তছাপে বাগদত্তা বৃক্ষ-ত্বকে লীন
হাওয়ায় বনে আঁধার হাসে জলে দুলে মীন
ঢাকে শাক

দহন

দেবদাবনে চাঁদ ওঠে জমে সর্বনাশ
উল্টোপথে জোনাক হাঁকে এটা ফাগুন মাস

রাত্রি তখন সুবিস্তৃত অজবীথি জুড়ে
বন্ধুশ্মশান অট্টালিকা সুষ্ঠু হৃদয় পুড়ে
হয় খাঁক।

চিঠি

ডেকেছিলাম তোমায় দইওয়ালা। যেতে চেয়ে ছিলাম তোমার পাঁচমুড়ো গাঁয়ে। পাহাড়ি বটের দেশে। মেয়েরা যেখানে লাল লাল শাড়ি পরে জল তোলে। সে জলের না কি অতীন্দ্রিয় স্বাদ। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে শাদা শাদা গো---- যেন ফুটে আছে।
এখন আমার অসুখ আরও বেড়েছে। তোমারও তো বয়েস হয়েছে। দই-ফেরী ছেলেদের মানা। অথচ তোমার দই ফেরীর কূজন আমাকে কত ভালো করে দিত! একবার কি আসা যায় না! ইতি-- হতভাগ্য অমল।

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়